দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19 JUL 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

৫।

(৩৭)

হাজার হাজার বহিষ্কার

দেশের চারটি বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে গত ১২ই জুলাই থেকে। এর মধ্যে প্রায় প্রতিদিনই পরীক্ষায় নকল ও নানা ধরনের অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। অর্থাৎ বহিষ্কৃত ছাত্র-ছাত্রীদের এবারের মত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আর কোন সম্ভাবনাই থাকছে না। অপরাধীর শাস্তি হবে—এটা সবাই চান এবং শাস্তি হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া যায়, তা-ই এখন গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।

এখন যে কোন পরীক্ষায়ই অসদুপায় অবলম্বন একটি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং এমনকি বিসিএস কিংবা সরকারী পদস্থ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ পরীক্ষায়ও অসদুপায় অবলম্বনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এসব খবর পরীক্ষার ব্যবস্থাকেই সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলেছে। তবে এসএসসি, এইচএসসি এবং স্নাতক পর্যায়ের পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের ঘটনা গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থাকেই চ্যালেঞ্জ করতে বসেছে।

কিন্তু পরীক্ষার মাধ্যমে এসব ক্ষেত্রে ফলাফল নির্ধারণের কোন বিকল্প নেই। পরীক্ষা থাকবে। আমাদের যা ভাবতে হবে, তা হল, এই পদ্ধতি এমন নিশ্ছিদ্রভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যাতে পরীক্ষায় নকল না হতে পারে, যাতে পরীক্ষায় নকলের প্রয়োজন না হয়।

এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে প্রথমেই নজর দেয়া। দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকদের বেতনের প্রায় সবটাই বহন করে সরকার। সুতরাং এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহির ব্যবস্থা করা জরুরী। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান পর্যবেক্ষণ করার নিয়মিত ব্যবস্থা নেয়া দরকার। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। ছাত্র-ছাত্রীরা যদি ক্লাসরুমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা পায়, তা হলে নিশ্চয়ই তারা নকলের আশ্রয় নেবে না। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান ব্যবস্থার ঘাটতির জন্যই নকল প্রবণতার সৃষ্টি হয় এবং বহু শিক্ষক নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার জন্য, কর্তব্যে নিজেদের অবহেলা পুষিয়ে নেবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অসদুপায় অবলম্বনে সহায়তা করে। পরীক্ষার হল থেকে এসব শিক্ষককে বহিষ্কার করার ঘটনাও অহরহ ঘটে। সেই সঙ্গে পরীক্ষায় ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার চিন্তাভাবনাও করা দরকার।

সুতরাং এখনই এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। আমরা মনে করি, আশু এই পদক্ষেপ নেয়া না হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে পরীক্ষা ব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে যাবার আশঙ্কা।